আমরা আল্লাহ্‌র কাছে যাচ্ছি

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্‌, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্‌, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আল্লাহ্‌ আযযা ওয়া জাল্লা বলেনঃ "এই মহাজগৎ স্থির নয়"। আমাদের পৃথিবী ঘুরছে, চলছে, সামনের দিকে যাচ্ছে। চাঁদও তাই এবং তারারাও সব একইভাবে কোথাও যাচ্ছে। জ্ঞানীরা দেখে বলেন, "এটা এত মাইল বেগে যাচ্ছে"। আমরা যেখানে বসা আছি সেখান থেকে দেখে মনে করি সবকিছুই স্থির। না, সব আবর্তিত হচ্ছে এবং গতি নিয়ে কোথাও চলছে। শুধু আমাদের সৌরজগতই নয়, আমরা যত নক্ষত্র দেখি সবই চলমান এবং গতিবেগ নিয়ে কোথাও যাত্রারত আছে।

শুধুমাত্র বস্তুবাদী পন্ডিতেরাই জড়জগৎ দেখে আশ্চর্য হয়। তারা জিজ্ঞেস করে যায়, "এসব কোথায় যাচ্ছে?" তারা আল্লাহ্‌ আযযা ওয়া জাল্লা এর দিকে ধাবমান, তারা শেষদিনের দিকে যাচ্ছে। যখন কিয়ামাত হবে তখন আমরা যা কিছু দেখছি, সমগ্র পৃথিবী সমতল করে ফেলা হবে এবং নক্ষত্রমন্ডলও শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্‌ আযযা ওয়া সবসময়ই স্রষ্টা এবং তিনি অন্যান্য জগত সৃষ্টি করবেন।

আমাদের সবকিছু থেকেই শিক্ষা নেয়া উচিত। অনেক লোক শোরগোল করে কারণ নক্ষত্রসমূহ দূরে সরে যাচ্ছে। তারা জিজ্ঞেস করে, "তারা কোথায় যাচ্ছে? কি ঘটছে?" তারা বলে, "আকাশে হাজার হাজার অতিকায় পাথর আছে। তার একটিও যদি কোণ শহরে পড়ে সেই শহর ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা কি করতে পারি? চল আমরা সাবধানতা অবলম্বন করি। চল আমরা নিজেদের রক্ষা করি"। তোমাদের সাবধানতার উপর যদি তা নির্ভরশীল হত তাহলে এই পৃথিবী অনেক আগেই ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু তা আল্লাহ্‌র হাতে। আল্লাহ্‌ সবকিছুই একটি হিসাব অনুযায়ী তৈরী করেছেন। তিনি সবচেয়ে সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন। যখন সময় আসবে তখন সবকিছুই বিস্ফোরিত হবে, জ্বলে-পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু সেসব আল্লাহ্‌র (আযযা ওয়া জাল্লা) আদেশের অপেক্ষায় আছে।

অনেক মানুষ ভীতঃ "আমাদের মাথার উপরে কি একটি উল্কা এসে পড়বে?" তারা ভাবে যদি একটিও পড়ে তাহলে একটি শহর বিধ্বস্ত হয়ে যাবে, যদি আরও বড় একটি এসে পড়ে তাহলে তা পুরো দেশ সরিয়ে ফেলবে, আর তার থেকেও বড় একটা যদি পড়ে তাহলে পুরো পৃথিবীই বিস্ফোরিত হবে। মাঝে মাঝেই মানুষকে এসব কথা বলে ভীত করা হয় এবং শোরগোল তোলা হয়। কিন্তু এখানে শিক্ষনীয় আছে যে সবকিছুই আল্লাহ্‌র হাতে। আল্লাহ্‌ যখন চাইবেন তখনই এরকম হবে এবং কিয়ামাত সংঘটিত হবে। তারা চেঁচামেচি করছে এবং ভয় পাচ্ছে কোন কারণ ছাড়াই কারণ তারা ঈমানহীন।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

অতীতে মানুষ বলতঃ “আমরা আল্লাহ্‌র একটি আলামতের উপর বসে কিয়ামাতের দিকে যাচ্ছি”। এটাই হচ্ছে এই ব্যাপারটির গূঢ়তত্ত্ব। আমরা সবাই আল্লাহ্‌র প্রতি ধাবমান। সুতরাং, মুমিনের কোন ভয় নেই। একজন বিশ্বাসী শুধুমাত্র আল্লাহ্‌কে ভয় করে। আল্লাহ্‌ যা বলেন তা মান্য করার পরে আর কোন ভয় থাকে না। আল্লাহ্‌ যেন আমাদের সবাইকে সেই ঈমান এবং প্রত্যয় (ইয়াকীন) দান করেন ইনশাআল্লাহ্‌।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক। আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
৬ অক্টোবার ২০১৬/৫ মুহাররাম ১৪৩৮
ফাজর নামায, আকবাবা দারগাহ।